হার্মনিয়ম্-সূত্র।

হার্মনিয়ম্-শিক্ষা-বিধায়ক-গ্রন্থ।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-

প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীমথুরানাথ তর্করত্ন কর্তৃক

প্রাকৃত যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল। কার্ত্তিক।

Calcutta, Sara 1285.

HARMONIUM-SUTRA:

OR

A

TREATISE ON HARMONIUM

BY

SOURINDRO MOHUN TAGORE.

CALCUTTA.

PRINTED BY MOTHOORANATH TURKARUTNA AT THE PRACRITA P

MIRZAPORE, No. 23. PUTULDANGA STREET.

1874.

[*All rights Reserved.*]

অপেক্ষা অনেক

কতক গুলি সারণ, এই যন্ত্রে বিন্যস্ত আছে। যন্ত্রে...

যে একটী ভস্ত্রা বা বায়ুকোষ থাকে সেইটী পদাদির দ্বারা সঞ্চালন করিলে বায়ু জন্মে, উক্ত সারণা গুলি অঙ্গুলি দ্বারা এক একটী টিপিলে সেই বায়ু অভ্যন্তরে বিন্যস্ত যে কতক গুলি ধাতুনির্ম্মিত চেপ্টা রকম নলী থাকে সেই গুলিতে লাগিয়া শুষির যন্ত্রের ন্যায় অতি মধুর ধ্বনি নিঃসারণ করে। উক্ত যন্ত্রে সুরের মৃদুতা এবং উগ্রতার নিয়ামক কতক গুলি "ইষ্টপ্" অথবা ধ্বনি-পরিবর্ত্তক-কীলক সংলগ্ন আছে, সেই গুলি টানিয়া দিলে ইচ্ছাধীন ধ্বনির মৃদুতা এবং উগ্রতা সম্পাদন করা যাইতে পারে। এই প্রকার ধ্বনি-পরিবর্ত্তক-কীলক বড় আয়তনের হার্‌মনিয়মেই অধিক সংখ্যায় ন্যস্ত থাকে। ধ্বনিপরিবর্ত্তক কীলক-সম্পন্ন হার্‌মনিয়মে অন্ততঃ একটী কীলক টানিয়া না দিলে তাহার ধ্বনি একেবারে নিঃসারিত হয় না। কোন কোন ক্ষুদ্র হার্‌মনিয়মে কথিত রূপ স্বর-কীলক একেবারে নাই এমনও দেখা যায়, সেরূপ যন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আবদ্ধ সুর অপেক্ষা ইচ্ছাধীন সুরের মৃদুতা বা উগ্রতা করা যাইতে পা...

...গীতের সহযোগিতা জন্যই ইউরোপখণ্ডে এই যন্ত্রের প্রয়োজন; বলিতে গেলে ইউরোপখণ্ডে ইহা এক প্রক... দের দেশীয় সারঙ্গী ইত্যাদি যন্ত্রের কার্য্য করে। ভারতবর্ষে... যন্ত্রের বড় ব্যবহার ছিল না, যে হেতু হিন্দু সঙ্গীতো...

নিয়ম্ আয়ত্তা-

[illegible] করেন, তাহা না থাকিলে সুতরাং স্বরলিপি পদ্ধতি এবং কতকগুলি তন্নিয়মাবলী শিক্ষা করিতে হয়।

ষড়জ্, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবৃত এবং নিষাদ এই সাতটী স্বরই সঙ্গীতের মূল, সেই জন্যই পণ্ডিতেরা সাতটী স্বরকে সাতটী ধাতু বলেন। সচরাচর ব্যবহারকালে এই সাতটী স্বরের আদ্যক্ষর সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, গৃহীত হইয়া থাকে। এই সাতটী স্বর একত্র করিলে একটী সপ্তক হয়, একৈক সপ্তককে এক একটী গ্রাম বলা যায়, একটী সপ্তক স্বরলিপি করিতে গেলে একটী সরলরেখা ব্যবহার হয় যথা—

সা ঋ গ ম প ধ নি

মনুষ্যকণ্ঠে স্বাভাবিক তিনটীর অধিক সপ্তক থাকে না, [illegible] হেতু সংস্কৃত মতে তিনটী সপ্তকই বিধিবদ্ধ আছে। তিনটী স[illegible] নাম উদারা, মুদারা এবং তারা। তিনটী সপ্তক লিখিতে গেলে তিনটী সরলরেখা প্রয়োজন করে যথা—

সা ঋ গ ম প ধ নি

সা ঋ গ ম প ধ নি

[illegible] গ ম প ধ নি

বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক বোধ সৌকার্য্যার্থে আমি হার্‌মনিয়ম্-সূত্রনামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি আপাততঃ ইহার প্রথমভাগ প্রচারিত হইল। ইহাতে হার্‌মনিয়মের পরিভাষা, স্বরবিবেক, স্বরগ্রাম, গ্রামবিবেক, মাত্রানিয়ম, উপবেশন, হস্তের নিয়ম, ভস্ত্রাসঞ্চালন ও অঙ্গুলি সঞ্চালনের নিয়ম, স্বরসাধন, কতিপয় তালের বিবরণ, রাগাদির সামান্যনিয়ম, স্বরনিবন্ধনীপ্রকরণ এবং এতদুপযোগী অতি সরল কয়েকটী প্রকৃতস্বরগ্রামের গতমা প্রস্তুত করিয়া লিপিবদ্ধ করা গেল। ইহাতে এই প্রথম ভাগ মাত্র প্রচার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি গ্রন্থ খানি গুণজ্ঞ মহোদয়গণের সুনয়নে পতিত হয়, যদি ইহাতে শিক্ষার্থীদিগেরও অণুমাত্র উপকার দর্শে তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত আরও কঠিন বিষয় সকল সন্নিবেশ করিয়া ইহার দ্বিতীয়ভাগ প্রচার করিব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থখানি প্রথমে মদধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র-মোহন গোস্বামী মহাশয়কে উৎসর্গ করণানন্তর বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যা-লয়ের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইহার স্বত্ব প্রদানপূর্ব্বক প্রকাশের ভার অর্পণ করিলাম ইতি।

১২৮১ সাল।
মহাষ্টমী ২রা কার্ত্তিক।
পাথুরিয়াঘাটা।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

ভূমিকা।

অধুনাতন সঙ্গীত কুতূহলী যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই হার্‌মনিয়মের ধ্বনিমাধুর্য্যে হৃতচিত্ততাপ্রযুক্ত উক্ত যন্ত্র শিক্ষার্থে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন, কিন্তু অভ্যাসে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না; যেহেতু হার্‌মনিয়ম্ এটী ইউরোপীয় যন্ত্র, আমাদিগের ভারতবর্ষীয় যন্ত্র অথবা ভারতীয় কোন যন্ত্রের অনুরূপ নহে, সুতরাং ভারত-সঙ্গীতজ্ঞেরা ইহার বাদনপ্রণালীর কিছুই অবগত নহেন। পারদর্শিতালাভ করিতে হইলে ইউরোপীয় সঙ্গীতবেত্তাদিগের নিকট রীতি পূর্ব্বক অভ্যাস করিতে হয়, কিন্তু সেরূপ সুবিধা কয়েকজনের পক্ষে ঘটিতে পারে? যদি চ এক্ষণে কোন কোন বাঙ্গালীকে হার্‌মনিয়ম্ বাজাইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের শিক্ষা এত অল্প যে, তাহাতে কখনই শ্রোতার তৃপ্তিসাধন হইতে পারে না; কারণ বাঙ্গালী বাদকগণ বাদনকালে প্রায়ই কেবল দক্ষিণহস্তের দুই তিনটী মাত্র অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে সমর্থ হন, তাহাতে হার্‌মনিয়মের প্রকৃত মধুরতা কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারিবে? বিশেষতঃ কোন ইউরোপীয়কে একটী সেতার-যন্ত্রে পুনঃপুনঃ তর্জ্জনীর আঘাত করিতে দেখিলে আমরা যেমন হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না, তাঁহারাও আমাদিগকে উক্ত প্রণালীতে হার্‌মনিয়ম্ বাজাইতে দেখিয়া যে ততোধিক হাস্য করেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাদনকালে উভয় হস্তের দশটী অঙ্গুলিই গুরূপদিষ্ট নিয়মানুসারে ব্যবহার করিতে সক্ষম হইলেই হার্‌মনিয়ম্ সুশ্রাব্য হয়। বোধ করি হার্‌মনিয়ম্ বাদনের নিয়মাবলী বিশিষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সামান্য উপদেশেও ইহাতে লব্ধপ্রবেশ হওয়া যায়। এই সকল

উপরি লিখিত তিনটী সরলরেখার মধ্যে সকলের উপরের রেখাটীতে উচ্চ সপ্তক অথবা তারা সপ্তকের সুর সাতটী লেখা আছে, সেই জন্য ঐ রেখার অগ্রভাগে তদ্‌জ্ঞাপক তারা সপ্তকের প্রথম বর্ণ (তা) লিখিত হইয়াছে, মধ্যরেখাটীতে মধ্যসপ্তক অথবা মুদারার সাতটী সুর লেখা যায়, সেই জন্য উহার অগ্রভাগে (মু) দেওয়া আছে, আর সকলের নিম্নের রেখাটীতে উদারার সাতটী সুর লেখার জন্য উহার অগ্রভাগে (উ) দেওয়া হইল। এই তিনটী সরলরেখা একত্রিত হইলে ইহার নাম স্তবক হয়।

ইউরোপীয় যন্ত্রবিশেষে তিনটীর অধিক সপ্তক সর্ব্বদাই ব্যবহার হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সপ্তকগুলি লিখিবার জন্য অতিরিক্ত রেখার প্রয়োজন করে। যদ্যপি আমাদের নির্দ্দিষ্ট প্রচলিত স্তবকস্থ স্বাভাবিক তিনটী সপ্তকে আরও নিম্ন সপ্তক লিখিবার প্রয়োজন হয় তবে উহা লিখিবার জন্য স্তবকের নিম্নে আরও একটী অতিরিক্তরেখা লেখা কর্ত্তব্য (১) ঐ অতিরিক্তরেখাটীতে স্তবকস্থ নির্দ্দিষ্ট তারা, মুদারা, এবং উদারা অপেক্ষা নিম্নের আরও তিনটী তারা, মুদারা এবং উদারা সপ্তক লেখা যাইতেপারে, এই অতিরিক্ত-রেখায় লিখিত সুরগুলির মধ্যে কোন্‌টী উদারার সুর কোন্‌টী মুদারার সুর এবং কোন্‌টীই বা তার সপ্তকের সুর ইহা জানিবার জন্য প্রত্যেক সুরের মাথায় মাথায় তা, মু, এবং উ এই তিনটী বর্ণ যথাসপ্তক বিবেচনায় লিখিতে হয়, ঐ রেখাটীর নাম নিম্ন অতিরিক্ত রেখা যথা—

(১) সেতার বাদনে শ্রেষ্ঠালঙ্কার অথবা ছেড় লিখিবার জন্য অতিরিক্তরেখা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য।

কথিত হার্মনিয়ম্ টীর পাঁচ সপ্তকের মধ্যে নিম্ন রেখাতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন, পূর্ণ মুদারা এবং তারা সপ্তক। স্তবকটীতে স্বাভাবিক উদারা মুদারা এবং তারা সপ্তক আর উচ্চাদুচ্চ অতিরিক্ত রেখাটীতে কেবল অতিরিক্ত উচ্চাদুচ্চ উদারা সপ্তকের সা মাত্র লেখা আছে। কখন কখন স্থানের স্বল্পতা জন্য উচ্চাদুচ্চ তিন সপ্তকের সুরগুলি স্তবকস্থ তারা সপ্তকে লিখিয়া প্রত্যেক সুরের মস্তকে (উউ) অর্থাৎ উচ্চাদুচ্চ উদারা সপ্তকের অমুক সুর যথা—সা (উউ)। (উমু) অর্থাৎ উচ্চাদুচ্চ মুদারা সপ্তকের অমুক সুর যথা—সা (উমু)। (উতা) অর্থাৎ উচ্চাদুচ্চ তারা সপ্তকের অমুক সুর যথা-সা (উতা) ইত্যাদি।

প্রকৃত ও বিকৃত স্বর বিবেক।

১ কুতূহলী শিক্ষার্থী দেখিবেন এই যন্ত্রের যে শ্বেত সারণা গুলি অবিচ্ছেদ ভাবে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত স্বর-স্থানের উপর উপর ন্যস্ত আছে, সেই গুলিকেই মনস্থ করিয়া তাহাদের নীচে নীচে এক দুই ইত্যাদি চিহ্নে চিহ্নিত করা গিয়াছে, সেই শ্বেত সারণা সম্ভূত স্বর গুলিকে প্রকৃত স্বর কহে (২)। এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় হার্মনিয়মের প্রতিচিত্রে এক সংখ্যায় চিহ্নিত যে সা অথবা ষড়্জ আছে, সেই সা হইতে সাত চিহ্ন বিশিষ্ট নিষাদ পর্য্যন্ত এক একটী সুর

(২) দ্বাবিংশতি শ্রুতির যথা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যানুযায়িক এক একটী স্বর বিন্যাসের নাম এক একটী প্রকৃত স্বর আর তদন্যথার নামই বিকৃত স্বর।

[illegible]দ ভাবে স্পর্শ করিয়া আসিলে একটী পূর্ণ প্রকৃত স্বরগ্রাম হয়। যন্ত্রচিত্রে সাত সাতটী সুর দ্বারা এইরূপ প্রত্যেক স্বরগ্রাম ক্রমান্বয়ে সর্ব্বত্র গৃহীত হইবে। ষড়্‌জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত আসিতে সুর পরস্পরের মধ্যে মধ্যে যে স্থান আছে সেই সকল স্থানের নাম শ্রুতি-স্থান (৩)। সংস্কৃত শাস্ত্রমতে শ্রুতি বাইশটী। ষড়্‌জ এবং ঋষভের মধ্যে চারিটী, ঋষভ এবং গান্ধারের মধ্যে তিনটী, গান্ধার এবং মধ্যমের মধ্যে দুইটী, মধ্যম এবং পঞ্চমের মধ্যে চারিটী, পঞ্চম এবং ধৈবতের মধ্যে চারিটী, ধৈবত এবং নিষাদের মধ্যে তিনটী, নিষাদ এবং পর সপ্তকের সুরের মধ্যে দুইটী করিয়া শ্রুতি পাওয়া যায়। সাতটী সুরের [illegible]গতির নাম অনুলোম বা আরোহণ যথা—সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, [illegible] সাতটী সুরের অধোগতির অর্থাৎ তদ্বিপরীত ভাবে আসার নাম [illegible]বলোম বা অবরোহণ যথা—নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা। স্বর স্থানের উপর উপর যে কৃষ্ণসারণাগুলি কোথাও কোথাও দুইটী কোথায়ও বা তিনটী এইরূপ ক্রমান্বয়ে সমান্তরাল ভাবে ন্যস্ত আছে, সেই কৃষ্ণসারণাগুলির দ্বারা বিকৃত ভাবাপন্ন কোমল এবং তীব্র স্বর সকল নিঃসারিত হয়। স্বাভাবিক স্বর হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ থাকার নাম তীব্র এবং ন্যূন থাকার নাম কোমল, দ্বিতীয় সারণা ঋষভ হইতে তৃতীয় সারণা গান্ধারে যাইতে গেলে মধ্যস্থলে যে কৃষ্ণসারণা আছে তাহার নাম তীব্র ঋষভ। তৃতীয় সারণা গান্ধার এবং চতুর্থ সারণা মধ্যম ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কৃষ্ণসারণা নাই, যে হেতু গান্ধার

(৩) সুরের সূক্ষ্মাংশের নাম শ্রুতি, সুর পরস্পরের ব্যবধানতায় শ্রুতিস্থান প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমাদের দেশীয় সেতার যন্ত্রে দেখিলে বে[illegible] একটী সারিকা হইতে অন্য সারিকায় যাইতে মধ্যে মধ্যে যে স্থান আছে সেই স্থানকেই শ্রুতিস্থান কহে। হার্‌মনিয়ম্‌ বা পিয়ানযন্ত্রে তাহা সম্যক্‌ রূপে লক্ষ্য হওয়া দুষ্কর।

এবং মধ্যমের মধ্যস্থলে দুইটীর অধিক শ্রুতিস্থান পাওয়া যায় না, সেই জন্য গান্ধারের তীব্রত্ব নাই, গান্ধারকে তীব্র করিতে গেলে মধ্যম হইয়া পড়ে, সেই কারণেই ইংরাজেরা এই স্থানকে (সেমিটোন্) অর্থাৎ অর্দ্ধ স্বর স্থান কহেন। নিষাদ এবং ষড়্জ এতদুভয়ের মধ্যেও কৃষ্ণসারণা নাই, তাহার কারণও ঐ রূপ, এবং ইংরাজেরা ঐ সুর দ্বয়ের পরস্পরের ব্যবধানতাকেও (সেমিটোন্) বা অর্দ্ধ স্বর স্থান কহিয়া থাকেন। তীব্র স্বর স্বরলিপি করিতে হইলে সেই স্বরের উপরে পতাকা চিহ্ন দিতে হয়, যেমন ঋ ম ইত্যাদি। পতাকা চিহ্নই তীব্র স্বর জ্ঞাপক, আবার ঋষভ হইতে বিলোমভাবে ষড়্জে আসিতে যে কৃষ্ণসারণা থাকে তাহার নাম কোমল ঋষভ এবং গান্ধার হইতে ঋষভে বিলোমভাবে আসিতে যে কৃষ্ণসারণা আছে তাহার নাম কোমল গান্ধার এই রূপ সর্ব্বত্র। কোমলের ত্রিকোণ চিহ্ন, তাহারাও সুরের মস্তকে মস্তকে থাকে যথা ঋ গ ইত্যাদি। সংস্কৃতমতে ষড়্জ কোমল বা তীব্র কিছুই হয় না, ইংরাজেরা ষড়্জের তীব্রত্ব স্বীকার করেন, ষড়্জকে তীব্র করিলে কোমল ঋষভ হয় এবং ষড়্জকে কোমল করিলে ষড়্জ নিষাদের মধ্যে দুইটী শ্রুতি স্থান অথবা অর্দ্ধ স্বর স্থান থাকা প্রযুক্ত কাযেই প্রকৃত নিষাদ হইয়া পড়ে।

প্রকৃত ও বিকৃত স্বরগ্রাম।

[illegible] আশ্রয় ব্যতিরেকে কেবল শ্বেত সারণায় যে স্বর গ্রাম সাধিত হয় তা[illegible] নাম প্রকৃত স্বরগ্রাম। শ্বেত এবং কৃষ্ণ এতদুভয় মিলনে অর্থাৎ কৃষ্ণসারণা অপরিত্যাগে প্রথম হইতে গণনায় দ্বাদশ সারণা

পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে যে স্বরগ্রাম সাধিত হয়, তাহাকে একটী বিকৃত স্বরগ্রাম কহে, এইরূপ সর্ব্বত্র। ইংরাজেরা পূর্ব্বটীকে (Diotonic) ডায়টনীক্ এবং পরেরটীকে (Chromatic) ক্রমেটিক্ স্কেল কহেন।

গ্রামবিবেক(১)।

হারমনিয়ম্ যন্ত্রে ষড়্জ ভিন্ন ঋষভাদিকে গ্রাম করিলে কোমল বা তীব্র স্বর নিঃসারক কৃষ্ণসারণার প্রয়োজন, নিম্নলিখিত নিয়মে হইয়া থাকে (২) যথা—

ষড়্জ গ্রাম		কোমল বা তীব্রের পয়োজন করে না।	
পঞ্চম	... ...	একটী তীব্র	ম
ঋষভ	... ...	দুইটী "	ম সা
ধৈবত	... ...	তিনটী "	ম সা পা
গান্ধার	... ...	চারিটী "	ম সা পা ঋ
নিষাদ	... ...	পাঁচটী "	ম সা পা ঋ ধ
তীব্রমধ্যম	... ...	ছয়টী "	ম সা পা ঋ ধ গ

(১) এই স্বরগ্রাম বিবেকটী ইউরোপীয় মত অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃতানুযায়িক গ্রামবিবেক শ্রুতি অনুসারী, সুতরাং এ গ্রন্থে তাহা সম্ভবে না।

(২) সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রমতে ষড়্জই মুখ্য গ্রাম, ষড়্জ ব্যতীত ঋষভাদিকে গ্রাম করিলে কোন না কোন তীব্র বা কোমল স্বরের প্রয়োজন হইবেই হইবে, সেই ষড়্জ ভিন্ন গ্রামকে গৌণগ্রাম কহে। গ্রাম পরিবর্ত্তনপ্রণালী ইউরোপীয় সঙ্গীতে অতীব ব্যবহার্য্য, ইউরোপীয়দের রাগ রাগিণী নাই, সুতরাং গ্রাম পরিবর্ত্তন-দ্বারাই তাঁহারা সঙ্গীতের বহুরূপতা দর্শাইয়া থাকেন।

মধ্যম	গ্রাম	একটী কোমল	... নি
কোমলনিষাদ	"	দুইটী "	... নি গ
কোমলগান্ধার	"	তিনটী "	... নি গ ধ
কোমলধৈবত	"	চারিটী "	... নি গ ধ ঋ
কোমলঋষভ	"	পাঁচটী "	... নি গ ধ ঋ প
কোমলপঞ্চম	"	ছয়টী "	... নি গ ধ ঋ প সা

মাত্রাদির নিয়ম।

যেমন কেবল মৃৎপিণ্ডে ঘট সরাবাদি প্রস্তুত হয় না, তাহাতে জলের সাপেক্ষতা করে, তেমনি কেবল সপ্তধাতুতে সঙ্গীত নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তাহাতে কালাত্মক মাত্রার বিশেষ প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। ককারাদি বর্ণ উচ্চারণের কালের নাম মাত্রা, সেই মাত্রা পাঁচ প্রকার যথা—হ্রস্ব, দীর্ঘ প্লুত, অৰ্দ্ধ, এবং অণু। একটী কবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক হয় তাহাকে একমাত্র কাল কহে। দুইটী ক উচ্চারণ করিতে যে সময় প্রয়োজন তাহার নাম দ্বিমাত্র কাল, তিনটী হইতে যত অধিক বর্ণ [illegible]রিত হইবে সে সমুদয়ই প্লুত মাত্রা মধ্যে গণ্য। এই রূপ [illegible] দণ্ডচিহ্ন মাত্রা চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। মাত্রা চিহ্ন স্বরের উপরে উপরে ব্যবহার হয়, যেমন সা ঋ গ ম ইত্যাদি। যেখানে একমাত্র কালের আবশ্যক হইবে সেখানে একটী দণ্ড, দুইটী

মাত্রার নিমিত্ত দুইটী, ত্রিমাত্রার নিমিত্ত তিনটী, চারি মাত্রার নিমিত্ত চারিটী এবং অতিরিক্ত মাত্রার নিমিত্ত অতিরিক্ত দণ্ডচিহ্নও ব্যবহার হইয়া থাকে। হারমনিয়ম্ যন্ত্রে চারিমাত্রা, পাঁচমাত্রা ছয়মাত্রা ইত্যাদি নানাবিধ প্লুত মাত্রা সর্ব্বদাই ব্যবহার হয়। অবলম্বিত একমাত্র কালের অর্দ্ধেক সময়কে অর্দ্ধমাত্র কাল কহে, তাহার চিহ্ন এইরূপ (ˇ) এবং তদর্দ্ধের নাম অণুমাত্র কাল, তাহার এইরূপ (×) ডমরুচিহ্ন। এই দুইটী চিহ্ন স্বুরের উপরে এবং দণ্ড চিহ্নের পার্শ্বে পার্শ্বে ও থাকে। যেমন সা ও সা ইত্যাদি, যদ্যপি কোন ধাতুর উপর মাত্রা চিহ্ন থাকে আর ঐ ধাতুর পরবর্ত্তী একটা দুইটী অথবা তদতিরিক্ত ধাতুর উপর মাত্রা না থাকে তাহা হইলে ঐ একমাত্র কালের মধ্যে সমুদয় নির্মাত্র ধাতুগুলিকে পূর্ব্ব ধাতুর সহিত সমভাবে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য এবং সেই ধাতুগুলির মস্তকে এইরূপ (———) একটী বন্ধনী চিহ্ন দেওয়া থাকিবে, যেমন ম প ধ ইত্যাদি। অথবা যে স্থানে কোন ধাতুর উপরে মাত্রা চিহ্ন থাকে আর ঐ ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী একটা, দুইটী বা তদতিরিক্ত ধাতুর উপর মাত্রা চিহ্ন না থাকে সে স্থলে ঐ একমাত্র কালের মধ্যে সমুদায় নির্মাত্র ধাতুগুলিকে পর স্বুরের সহিত সমভাবে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, যেমন ম প ধ। এইরূপ ঘটনাটী প্রায় গীত বা গতের পাদশেষেই হইয়া থাকে। ছন্দঃ বা তালের অনুরোধে এমনও হয় যে কোন স্বুরের উপর মাত্রা চিহ্ন আছে কিন্তু ঐ স্বুরের পরবর্ত্তী একটী অথবা তদতিরিক্ত স্বুরের উপর মাত্রা চিহ্ন নাই, মাত্রা চিহ্নটী ধাতুশূন্য অর্থাৎ খালি স্থানে দেওয়া

আছে, সে স্থলে ঐ পূর্ব্ব সুরের মাত্রার কালটীকেই সেই খালি-স্থানের মাত্রার কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য যেমন ম প ধ ইত্যাদি।

উপবেশন ও হস্তের নিয়ম।

স্তবকস্থ ঊনবিংশ সংখ্যাযুক্ত যে শ্বেতসারণা অর্থাৎ যাহাকে উদারা সপ্তকের পঞ্চম বলিয়া লেখা আছে, সেই সারণার সম্মুখে সমানভাবে অর্থাৎ যন্ত্রটীর ঠিক মধ্যস্থলে সম্মুখ করিয়া উপবেশন করা কর্ত্তব্য। স্তবকে লিখিত স্বাভাবিক তিন সপ্তকে যতগুলি স্বর এবং অতিরিক্ত উচ্চাদুচ্চ রেখায় যে যে সুর লেখা থাকিবে সেই সমু-দয় সুর প্রকাশক সারণাগুলি দক্ষিণহস্তে যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যব-হার হইবে, আর নিম্ন অতিরিক্তরেখায় লিখিত যাবতীয় স্বরই বামহস্তে সম্পাদিত হইবে, সেই হেতু দক্ষিণ হস্তোপযোগী সুররেখার অগ্র-ভাগে (দ) এবং বামহস্তের সুর রেখার অগ্রভাগে (বা) অঙ্কিত হইয়াছে।

ভস্ত্রা সঞ্চালনের নিয়ম।

হারমনিয়ম্-যন্ত্র-বিশেষে কাহাতে দুইটী কোনটীতে বা একটী ভস্ত্রা বা বায়ুকোষ সংবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ ভস্ত্রা সঞ্চালন জন্য প্রথমোক্ত যন্ত্রের অধোভাগে দুইখানি স্বল্পায়তন চরণচাল্য কাষ্ঠ ফলক এবং শেষোক্তটীর অধোভাগে একখানি মাত্র চরণচাল্য কাষ্ঠ ফলক অথবা পশ্চাদ্ভাগে কিম্বা বামপার্শ্বে একটী চর্ম্ম-

রজ্জু সংযুক্ত থাকে। ঐ চরণ-চাল্য কাষ্ঠফলকে দুইটী অথবা একটী পা সংস্থাপন করিয়া নাতিতিগ্মতা বা নাতিমৃদুতা সহকারে সহজে সমভাবে সঞ্চালন করিতে হয়, আর যে যন্ত্রের পার্শ্বে অথবা পশ্চাদ্ভাগে হস্ত সংস্থাপনীয় চর্ম্ম-রজ্জু নিবদ্ধ থাকে, উপরিউক্ত মতে বামহস্তের দ্বারা তাহার সঞ্চালনাই বিধেয়। সুরের তিগ্মতা এবং মৃদুত্ব অনুসারে ভস্ত্রাসঞ্চালনের তিগ্মতা ও মৃদুতা ও প্রয়োজন করে।

অঙ্গুলী সঞ্চালনের নিয়ম।

এই যন্ত্রে উভয় হস্তের দশটী অঙ্গুলীই ব্যবহার হয়, যে সারণার উপর (বৃ) দেওয়া আছে সেই সারণা বৃদ্ধাঙ্গুলীরদ্বারা, যে সারণার উপর (ত) দেওয়া আছে সেই সারণা তর্জ্জনীরদ্বারা, যাহার উপর (ম) দেওয়া আছে তাহা মধ্যমার দ্বারা, যাহার উপর (অ) দেওয়া আছে তাহা অনামিকার দ্বারা এবং যাহাতে (ক) দেওয়া আছে। তাহা কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর দ্বারা চালিত করিতে হইবে।

প্রথম সাধন।

দ			
তা			
মু			
উ	সা ঋ গ ম	প ম গ ঋ	সা দা ঋ ঋ
	বৃ ত ম অ	ক অ ম ত	বৃ বৃ ত ত

বা | নিম্ন অতিরিক্তরেখা

তৃতীয় সাধন।

তা
মু
উ

সা ঋ গ ম | প ম গ ঋ | সা সা ঋ ঋ
ব্র ত ম অ | ক অ ম ত | ব্র ব্র ত ত
তা তা তা তা | তা তা তা তা | তা তা তা তা

বা নিম্নঅতিরিক্তরেখা।

সা ঋ গ ম প ম গ ঋ সা সা ঋ ঋ
ক অ ম ত ব্র ত ম অ ক ক অ অ

তা
মু
উ

গ গ ম ম | প প [illegible] গ গ ঋ ঋ সা
ম ম অ অ | ক ক অ অ ম ম ত ত ব্র
তা তা তা তা | তা তা তা তা তা তা তা তা তা

বা নিম্নঅতিরিক্তরেখা।

গ গ ম ম প প ম ম গ গ ঋ ঋ সা
ম ম ত ত ব্র ব্র ত ত ম ম অ অ ক

তা
মু
উ
দ
বা
সা গ ঋ সা ঋ ম গ ঋ গ প ম গ
ব্ব ম ত ব্ব ত অ ম ত ম ক অ ম
তা তা তা তা তা তা তা তা তা তা তা তা
নিম্নঅতিরিক্তরেখা
সা গ ঋ সা ঋ ম গ ঋ গ প ম গ
ক ম অ ক অ ত ম অ ম ব্ব ত ম

তা
মু
উ
দ
ঋ ম গ ঋ সা ঋ গ ম প ম গ ঋ
ত অ ম ত ব্ব ত ম অ ক অ ম ত
তা তা তা তা তা তা তা তা তা তা তা তা
নিম্নঅতিরিক্তরেখা
ঋ ম গ ঋ সা ঋ গ ম প ম গ ঋ
অ ত ম অ ক অ ম ত ব্ব ত ম অ

দ

বা | নিম্নঅতিরিক্তরেখা

সা সা ঋ ঋ | গ গ ঋ ঋ | সা

ব্র ব্র ত ত | ম ম ত ত | ব্র

তা তা তা তা | তা তা তা তা | তা

সা সা ঋ ঋ | গ গ ঋ ঋ | সা

ক ক অ অ | ম ম অ অ | ক

চতুর্থ সাধন।

দ
তা
মু
উ
প গ | ঋ ম | গ ঋ | সা
ক ম | ত অ | ম ত | ব্র
তা | তা | তা | তা
বা
নিম্নঅতিরিক্তরেখা
গ | ম | প | সা
ম | ত | ব্র | ক

দ
তা
মু
উ
গ ম ঋ গ সা গ ঋ
ম অ ত ম ব্র ম ত
তা তা তা তা তা
বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা
সা প গ প ম
ক ব্র ম ব্র ত
দ
তা
মু
উ
প গ ঋ ম গ ঋ সা
ক ম ত অ ম ত ব্র
তা তা তা তা
বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা
গ ম প সা
ম ত বৃ ক
পঞ্চম সাধন।
দ
তা
মু
উ
সা গ ঋ সা ঋ ম গ ঋ গ ম ঋ গ সা ঋ গ ম
ব্র ম ত ব্র ত অ ম ত ম অ ত ম ব্র ত ম অ
তা তা তা তা
বা নিম্নঅতিরিক্তরেখা সা ম প সা
ক ত ব্র ক

দ { তা মু উ

মু	প গ ঋ সা	ঋ ম গ ঋ	গ ম ঋ গ
উ	ক ম ত ব্র	ত অ ম ত	ম অ ত ম
	তা	তা	তা
বা নিম্নঅতিরিক্তরেখা	গ	ম	প
	ম	ত	ব্র

দ { তা মু উ

মু	সা গ সা	গ প ম গ	ঋ ম গ ঋ
উ	ব্র ম ব্র	ম ক অ ম	ত অ ম ত
	তা	তা	তা
বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা	সা	সা	প
	ক	ক	ব্র

দ { তা মু উ

মু	সা ঋ গ সা	ঋ	প গ ঋ সা
উ	ব্র ত ম ব্র	ত	ক ম ত ব্র
	তা	তা তা তা তা	তা
বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা	গ	প ম গ ঋ	সা
	ম	ব্র ক ম অ	ক

দ — তা মু উ
ঋ গ ম ঋ | সা গ ঋ গ | সা
ত ম অ ত | র ম ত ম | র
তা | তা | তা
বা — নিম্ন অতিরিক্তরেখা
ম | প | সা
ত | র | ক

ষষ্ঠ সাধন।

দ — তা মু উ
গ | ম | প
ম | অ | ক
তা তা তা তা | তা তা তা তা | তা তা তা তা
বা — নিম্ন অতিরিক্তরেখা
সা প গ প | ঋ প ম প | গ প ম প
ক র ম র | অ র ত র | ম র ত র

দ — তা মু উ
ম | গ | ঋ
অ | ম | ত
তা তা তা তা | তা তা তা তা | তা তা তা তা
বা — নিম্ন অতিরিক্তরেখা
ঋ প ম প | সা প গ প | ম ঋ গ ম
অ র ত র | ক র ম র | ত অ ম ত

দ
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা
মু তা তা তা তা তা তা তা মু তা তা তা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা
তা তা তা তা মু তা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা
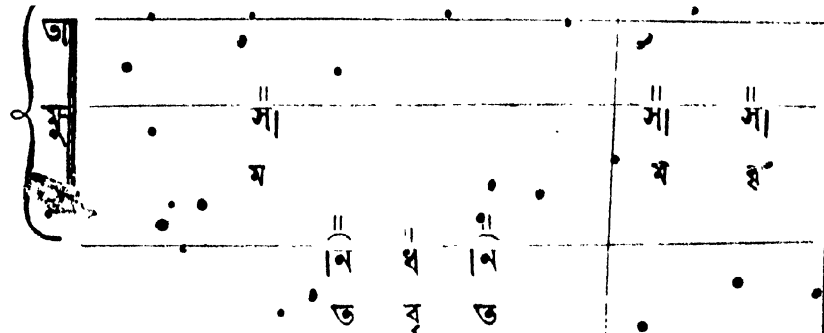
দ { তা মু উ
গ ঋ সা
ম ত বৃ
তা তা
বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা প সা
বৃ ক
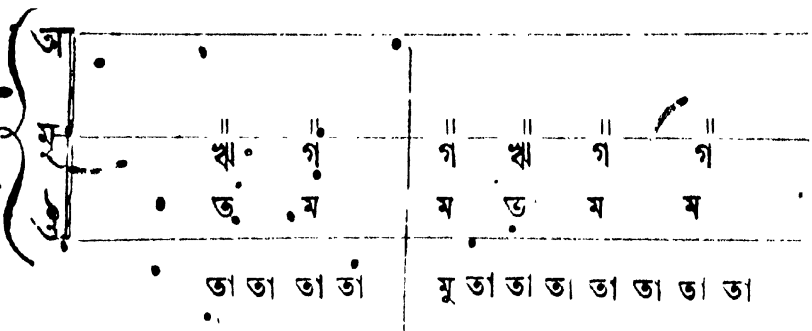
কখন কখন প্রয়োজনাধীন এই যন্ত্রে অথবা পিয়ান যন্ত্রে কোন সুর-বিশেষের উপরে তর্জ্জনী হইতে মধ্যমা, মধ্যমা হইতে তর্জ্জনী কখন বা মধ্যমা হইতে অনামিকা ইত্যাদি অঙ্গুলির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যথা—

সপ্তম সাধন।

দ
তা
মু
উ

সা সা গ ঋ সা

ম ম ক অ ম

তা তা তা তা মু তা তা তা তা তা তা তা

বা নিম্ন-অতিরিক্তরেখা গ প সা প নি প ম প সা প গ প

ম র ক র ক র ত র ক র ম র

দ { তা মু উ

সা সা গ ঋ সা

র ম ক অ ম

তা তা তা তা মু তা ত তা তা

বা নিম্নঅতিরিক্তরেখা

গ প সা প প প ম প সা

ম র অ র ক র ত র ক

তাল।

এক, দ্বি, ত্রি ইত্যাদি মাত্রা দ্বারা কালকে বিভাগ করার নাম তাল। তালের দ্বারা গীত বাদ্য এবং নৃত্য ইহারা বিশেষ শোভা ধারণ করে, তাল বহুবিধ, যথা দ্রুতত্রিতালী অথবা কাওয়ালী, মধ্যমান, শ্লথ-ত্রিতালী অথবা ঢিমা তেতালা, চৌতাল, একতালা, অড্ডক বা আড়া, রূপক, পঞ্চমসোয়ারি, ধামার, ঝাপতাল, ত্রিপুট বা তেওট, ঠুংরি, খমটা ইত্যাদি; এই সকল তাল মাত্রা বিন্যাসভেদে ভিন্ন ভিন্ন

নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন চারিমাত্রাবিন্যাসে দ্রুতত্রিতালী, আটমাত্রাবিন্যাসে মধ্যমান ইত্যাদি। প্রত্যেক তালের যথা নির্দ্দিষ্টমাত্রানুযায়িকআরম্ভহইতে শেষপর্য্যন্তকে এক একটী মঞ্চ বা আওর্দা অথবা ফেরা বলে, আওর্দা এবং ফেরা এই দুইটী শব্দই পারস্য। যথা নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুযায়িক প্রত্যেক তালের প্রত্যেক মঞ্চ এক একটী লম্বমান সরলরেখারদ্বারা পরস্পর বিভাগ করা থাকে, ঐ রেখার নাম বিভাজক (১) রেখা, যেমন—

কাওয়ালী।

(১) বিভাজক রেখারদ্বারা পূর্ব্বে প্রায় সমুদয় সাধনই যথা মাত্রানুযায়িক প্রত্যেক মঞ্চ বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল সাধনে কোন তালের নাম প্রয়োজ-নাভাবে উল্লেখ করা হয় নাই।

মধ্যমান।

মধ্যংশ্রুতি অষ্টমাত্রানুসারেণ।

আ | + ১ ০ ১ | + ১ ০ ১ |
মু | গ ম প ম গ ঋ সা। | সা। ম গ ম প ম গ ঋ |
উ | নি | |

প্রত্যেক তালের চারিটী গ্রহণ অর্থাৎ ধরিবার-স্থান আছে যথা সম, বিষম, অতীত এবং অনাগত। তন্মধ্যে সমগ্রহণই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সমের এইরূপ (+) পতঙ্গ চিহ্ন, তদ্ভিন্ন আঘাতের এইরূপ (১) এক অঙ্কচিহ্ন। যেখানে তালের বিরাম হয়, চলিত ভাষায় তাহার নাম ফাঁক্। ফাঁকের এইরূপ (০) বিন্দু চিহ্ন। এই চিহ্ন গুলি প্রায়ই মাত্রাচিহ্নের উপরে উপরে থাকে, তাহার প্রমাণ উপরি লিখিত কাওয়ালী বা মধ্যমানের উদাহারণে প্রদর্শিত হইয়াছে (১)। গীত বা গতের পরিশেষে এইরূপ (ঃঃ) পদ্ম চিহ্ন থাকে, পদ্ম চিহ্নই সমাপক চিহ্ন বলিয়া, সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে চিরপ্রসিদ্ধ আছে।

রাগাদির নিয়ম।

ষড়্জাদি সপ্তস্বরমণ্ডিত শ্রুতিগমকমূর্চ্ছনাদিবিভূষিত সর্ব্বলোক-চিত্তরঞ্জক ধ্বনিবিশেষের নাম রাগ (২)। পৃথিবীর সৃষ্টি কালে প্রজারঞ্জন জন্য শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, মেঘ, পঞ্চম এবং নটনারায়ণ এই

(১) তালের অন্যান্য বিশেষ নিয়ম মৎপ্রণীত যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকার ৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) রাগ রাগিণীর বিশেষ বৃত্তান্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীতসারে দ্রষ্টব্য।

ছয়টী রাগের প্রথম সৃষ্টি হয়, এই ছয়টী রাগের পরস্পর মিশ্রণে প্রথম ছত্রিশটী রাগিণী, তদনন্তর কালক্রমে বহুবিধ রাগরাগিণীর ক্রমশঃ সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমুদায় রাগরাগিণী তিন জাতিতে বিভক্ত, যথা ওড়ব, খাড়ব এবং সম্পূর্ণ; যে সকল রাগ পাঁচ স্বরে সম্পন্ন হয়, সে সকলের নাম ওড়ব, যেমন সারঙ্গ। সারঙ্গরাগে গান্ধার এবং ধৈবত লাগে না কেবলমাত্র সা, ঋ, ম, প ও নি এই পাঁচটী স্বরের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ছয়টীস্বরবিশিষ্ট রাগ গুলির নাম খাড়ব, যেমন বসন্ত। বসন্তে পঞ্চম স্বর বর্জ্জিত হইয়া থাকে। সপ্তস্বরবিশিষ্টরাগের নাম সম্পূর্ণ, যেমন শ্রীরাগ। যে রাগ সপ্তস্বরান্তর্গত কোন স্বর বিশেষপরিত্যাগে সম্পন্ন হইয়া থাকে সেই স্বর সেই রাগের বিবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বর-নিবন্ধনী বা গত্ প্রকরণ।

যথা নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুযায়িক তালে এবং স্বরবিভূষিত শ্রুতি মনোহর রাগে সংবদ্ধ হইয়া, নানা ছন্দোযোগে যন্ত্রাদিতে যাহা বাদিত হয়, তাহার নাম স্বরনিবন্ধনী বা গত্। সচরাচর গতমাত্রেরই প্রায় দুইটী করিয়া ভাগ থাকে; তন্মধ্যে প্রথমটীর নাম আস্থায়ী এবং পরেরটীর নাম অন্তরা। আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটী ভাগে বিভক্ত না হইয়া ক্রমান্বয়ে যাহা বাদিত হয়, তাহার নাম প্রস্তারিকা।

অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, গীতও কখন কখন যন্ত্রে বাদিত হইয়া থাকে। প্রকৃতার্থে গীতসন্নিবিষ্টসুরগুলি ব্যতীত বর্ণ কখনই যন্ত্রে প্রতিপন্ন হইতে পারে না ; যে হেতু মনুষ্য দেহ-সম্ভূত নাসাকণ্ঠ জিহ্বা দন্ত প্রভৃতি বর্ণ উচ্চারণোপযোগী কয়েকটী স্থান যন্ত্রে থাকা কখন সম্ভবে না (অ) এই বর্ণ উচ্চারণ কেবল মনুষ্য দেহেতেই সম্ভবে।

গতি।

ছন্দঃ প্রভেদে গীত বা গতের তিন প্রকার প্রধান গতি হইয়া থাকে, যথা মণ্ডূক, মন্থর এবং গঙ্গাস্রোতঃ*।

কল্যাণধানশ্রী। তাল দ্রুত-ত্রিতালী।

পঞ্চম গ্রাম।

* ইহার বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

দ
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা
দ
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা

দ
তাঁ
মূ
উ
ম প ধ নি নি ধ র্স নি
ত র ত ম ম ত ম ম
তা তা মু তা তা তা
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা ঋ প প প ঋ প
ত র ক র ত র

দ
তা
মূ
উ
ধ প প ম প গ ম প ধ
ত র র ম অ ত ম অ ক অ
মু তা তা তা মু তা
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা প প ঋ প প প
ক র ত র ক র

দ — তা, মু, উ

০ ১ | + ১ ০ ১ | + ১ ০ ১

সা ঋ | গ ম প ম | গ ঋ সা ঋ

র ত | ম অ ক অ | ম ত র ত

তা তা | মু তা তা তা | মু তা তা তা

বা — নিম্ন অতিরিক্তরেখা ঋ প | প প ঋ প | প প প

ত র | ক র ত র | ক র র

তা
মু
উ
দ
সা
নি
ম
মু
তা
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা
প
ক

তা
মু
উ
দ
ধ
নি
ম
ত
মু
তা
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা
প
ক

…ন্থকারস্য।

দ
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা

বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা

দ

তা

মু
+ ১ +
সা ঋ সা সা
অ ক অ ০ ১ অ

উ
নি প নি প ধ নি
ম ৱ ম ৱ ত ম

মু তা মু তা মু তা মু তা মু তা মুঁ তা

বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা প সা সা সা প সা সা সা প সা
ত ৱ ক ৱ ত ৱ ক ৱ ত ৱ

দ { তা মু উ

১ ১

গ ঋ সা| সা ঋ সা|

ম ত র + অ, ক অ ০ ১০

নি নি প ধ নি

ম ম র ত ম

তা মু তা মু তা মু তা মু তা মু তা

বা| নিম্ন অতিরিক্তরেখা সা প সা| সা| সা| প সা| সা| সা প সা|

র ত র ক র ত র ক র ত র

দ { তা মু উ

+১ ০১ + ১ ০ ১

সা গ ম প প

অ ত ম অ অ

মু তা মু তা মু তা মু তা মু তা মু তা মু তা মু তা

বা| নিম্ন অতিরিক্তরেখা সা|সা|প সা|সা|সা|প সা| সা| সা| প সা| সা| সা| প সা|

ক র ত র ক র ত র ক র ত র ক র ত র

দ { ডা মু ডাঁ

	+ ১ ০ ১	+ ১ ০ ১
	প ধ প ম ম গ ঋ সা	গ ম প প
	ম্ল ক অ ম অ ম ত ব্‌	ম অ ক ক
	মু তা মু তা মু তা মু তা	মু তা মু তা মু তা মু তা
বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা	সা সা প সা সা সা প সা	সা সা প সা সা সা প সা
	ক ব্‌ ত ব্‌ ক ব্‌ ত ব্‌	ক ব্‌ ত ব্‌ ক ব্‌ ত ব্‌

	+ ১ ০	+
	প ম গ ঋ	সা
	ক অ ম ত	অ
	১ প ধ নি	
	ব্‌ ত ম	
	মু তা মু তা মু তা মু তা	মু তা মু তা
বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা	সা সা প সা সা সা প সা	সা সা প সা
	ক ব্‌ ত ব্‌ ক ব্‌ ত ব্‌	ক ব্‌ ত ব্‌

দ

\+ ১ ১ +

ম ম প ম ম গ গ ম ম প ম

অ অং ক অ অ ম ম অ অ ক অ

মু তা মু মু তা মু মু তা মু

বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা সা সা প সা সা প সা সা প

ক র ত ক র ত ক র ত

THE DUKE OF REICHSTADT'S WALTZ.

তাল একতালা।

ষড়জ্গ্রাম।

দ

+ ১ ১ | + ১ ১

নি ধ প ম | ধ প গ গ গ গ

অ ম র ত | অ ম র ম ত র

মু তা মু মু তা মু | মু তা মু মু তা মু

বা | নিম্ন অতিরিক্তরেখা সা সা প সা সা প | সা সা প সা সা প

ক র ত ক র ত | ক র ত ক র ত

আ সা সা ঋ

অ ১ + ১ ত

দ মু প ধ নি

উ র ত ম

মু তা মু মু তা মু | মু তা মু মু তা মু

বা | নিম্ন অতিরিক্তরেখা সা সা প সা সা প | সা সা প সা সা প

ক র ত ক র ত | ক র ত ক র ত

দ
তা
মু
উ
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা

দ
তা
মু
উ
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা

৮

ঝিঁঝিটী খাম্বাজ।

তাল মধ্যমান।

পঞ্চম স্কেল।

প্রস্তারিক।

দ

সা ঋ ঋ গ ঋ সা ঋ

অ ক অ ক অ ম অ

নি ধ

ত ব্ব

মু তা তা তা মু তা তা তা মু তা তা তা

বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা প প ঋ প প প ঋ প প প ঋ প

ক ব্ব ত ব্ব ক ব্ব ত ব্ব ক ব্ব ত ব্ব

দ
তা
মু
উ
০ ১
সা সা সা ঋ সা
অ অ অ ক অ
+ ১ + ১
নি প নি প
ত র ম র
মু তা তা তা মু তা তা তা মু তা তা তা
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা প প ঋ প প প ঋ প প প ঋ প
ক র ত র ক র ত র ক র ত র

দ
তা
মু
উ
০ ১
সা সা সা ঋ সা
অ অ অ ক অ
+ ১ ০ ১
ঋ
নি ধ প প ধ
ম ত র র ত
মু তা তা তা মু তা তা তা মু তা তা তা
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা প প ঋ প প প ঋ প প প ঋ প
ক র ত র ক র ত র ক র ত র

দ
বা
তা
মু
উ
ম গ ঋ স।
ঋ স।
অ ম ত ব্ব ০ ক অ
+ ১ ০ ১
নি ধ
নি ধ প প ধ
ম ত
ম ত ব্ব ব্ব ত
মু তা তা তা মু তা তা তা মু তা তা তা মু তা তা
নিম্ন অতিরিক্ত রেখা
প প ঋ প প প ঋ প প প ঋ প প প ঋ
ক ব্ব ত ব্ব ক ব্ব ত ব্ব ক ব্ব ত ব্ব ক ব্ব ত

দ্বিতীয় ভাগ।

দ
বা
তা
মু
উ
স। ঋ
ক ক
নি
প ধ নি নি ঋ প নি ঋ প নি ঋ ঋ
ম অ ক ব্ব ত অ ক ব্ব ত অ ব্ব ব্ব
মু মু তা তা তা
নিম্ন অতিরিক্ত রেখা
প প প ধ নি
ক ক ব্ব ত ব্ব

দ
তা
মু
উ
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা

দ
তা
মু
উ
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা

দ ভা মু উ

ঋ সা গ সা
১ ক ম০ক ম
নি ধ ধ ঋ ম ধ ঋ গ প নি ধ
ক র ত ম অ র র ত ত র
তা মু তা তা তা

বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা ঋ ঋ সা গ ধ
র ক র ম র

তা
মু
দ
বা
ধ ধ ঋ ম ধ
ক র ত ম ক
তা মু মু
নিম্ন অতিরিক্তরেখা ঋ ধ ঋ
র ত ক

তৃতীয় ভাগ।

তা
মু
দ
বা
সা ঋ সা
অ ক অ
প ধ
র ত
তা
তাতাস্তুতাতাতাস্তুতা তাতা তাতা তাতা তাতা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা প
ক

দ
তা
মু
উ
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা

দ
তা
মু
উ
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা

চতুর্থ ভাগ।

+ ১
তা ঋ সা
০ ১০
ক অ
দ মু নি নি ধ ধ নি প প ঋ
উ ম ম ত ত ম র র ম
র র
স্ত স্ত স্ত স্ত স্ত স্ত তা তা
বা নিম্ন অতিরিক্তরেখা নি প ধ ম প ঋ নি প
র ম র ম র ত ম ক

দ
বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা

বা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা